আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা

রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদিয়াত সিরিজ-১৪

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা, এম.এ. বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি

আহনাফ ফাউন্ডেশন

ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

AL QURANER AMOGH GHOSANA NAMAZE RAFYE YADAIN KORA JABENA

WRITTEN BY: MUHAMMAD ABDUL ALIM

প্রকাশনায়ঃ

আহনাফ ফাউন্ডেশন

প্রকাশক

হাফেজ মুহাম্মাদ ওবাইদুল্লাহ

ইলামবাজার, বাগোলবাটী, বীরভূম

মোবাইলঃ +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

উৎসর্গ

আমার আব্বাজানের উদ্দেশ্যে

প্রকাশকালঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

মূল্য-৩০/- (ত্রিশ টাকা মাত্র)
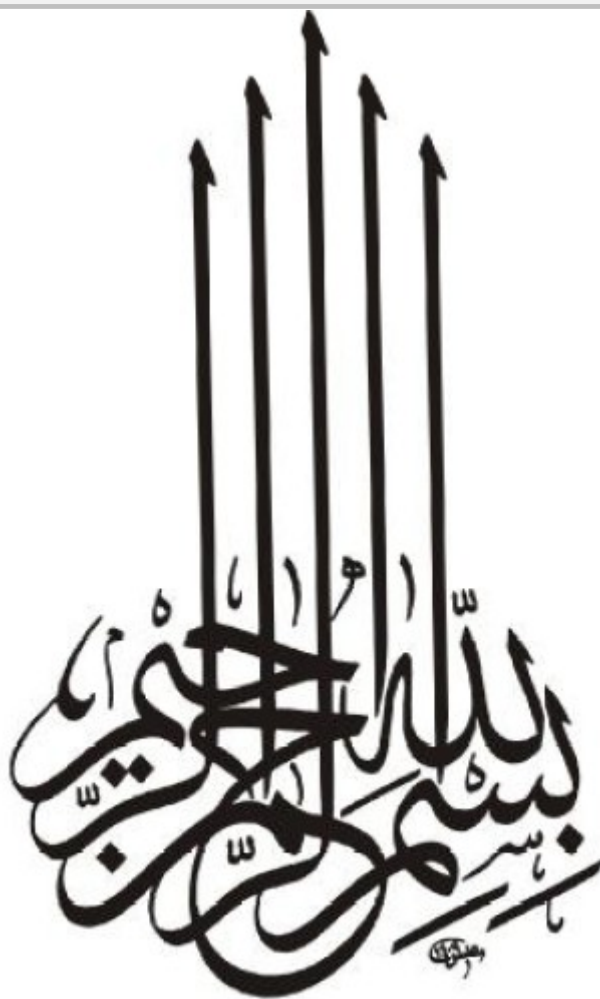
আমার আব্বাজানের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমার আব্বাজানের দীর্ঘ হায়াত দান করুন।

ভুমিকা

সমস্ত প্রসংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য। তাঁর প্রিয় হাবীব তাজেদারে মদীনা, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম; যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়েদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনেবিন।

আহলে হাদীস নামধারী গায়ের মুকাল্লিদদের মসলক হল, নামাযে বার বার রফয়ে ইয়াদাইন করা। পক্ষন্তলে হানাফী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মসলক হল নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন না করা। গায়ের মুকাল্লিদদের দাবী রফয়ে ইয়াদাইন না করার পক্ষে কোন দলীল নেই আর রফয়ে ইয়াদাইন করার পক্ষে প্রচুর দলীল রয়েছে।

এই রফয়ে ইয়াদাইন করার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর কিতাবপত্র লেখা হয়েছে। হানাফীদের পক্ষ থেকে হাদীসের হাওয়ালা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন না করার দলীল মজবুত। কিন্তু অধিকাংশই চরমপন্থী লা মাযহাবীরা তা মানতে অস্বীকার করে থাকেন। নামাযে বার বার রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসগুলিকে জাল-যয়ীফ বলে পাল্লা ঝাড়তে চান। লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীও 'হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম' কিতাবের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন যে,

"রফউল ইয়াদায়েন না করে তাঁর ও যাঁদের ব্যাপারেই বর্ণনা করা হয়েছে তার একটিও সহীহ নয়**,** বরং যয়ীফ**,** জাল ও দেওবন্দী জালিয়াতি**,** যা আমার ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।**"** **(**হানাফী কেল্লার পোষ্ট মর্টেম**,** প্রথম খণ্ড**,** পৃষ্ঠা**-**১৩১**)**

সুতরাং গায়ের মুকাল্লিদরা এটা মানতে চান না যে হাদীসে একটাও রফয়ে ইয়াদাইন না করার সহীহ হাদীস আছে যদিও হাদীসের গ্রন্থে রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীসে ভরপুর।

গায়ের মুকাল্লিদরা হাদীসকে যয়ীফ বলে দূরে ছুঁড়ে দিলেও কুরআনকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন না। কেননা কোন মু'মিন মুসলমান কুরআনকে অস্বীকার করতে পারেন না। কুরআনকে অস্বীকার করলেই ঈমান চলে যাবে এবং বেইমান হয়ে মারা যাবে। তাই নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন না করার কথা যে কুরআন শরীফে রয়েছে তা প্রামাণ জন্যই আমার এই পুস্তক প্রণয়ন।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তাই এই পুস্তকের মধ্যে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন। তাহলে পরবর্তী সংস্করনে সংশোণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠকদের জানাই, আপনারা দোয়া করবেন; আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খায়ের দান করেন। (গ্রন্থাকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

মোবাইলঃ +৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০

হুয়াটস এ্যপঃ +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে নামাযে বার বার রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবে নাঃ

আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন,

"قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ" (سورة مومنون:١،٢)

তরজমাঃ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাযে। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১-২)

এই আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مُخْبِتُوْنَ مُتَوَاضِعُوْنَ لَايَلْتَفِتُوْنَ يَمِيْناً وَّلَا شِمَالاً وَّلَا يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلٰوةِ..."

(تفسير ابن عباس: ص ٢١٢)

অর্থাৎ "নামাযে বিনম্র বলতে সেই সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা নামাযে ধ্যানমগ্ন থাকে এবং একাগ্রতা বজায় রাখে। এবং তারা ডানদিকে এবং বামদিকে তাকায় না এবং নামাযে রফয়ে ইয়াদাইনও করে না।" (তফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-২০১)

এখানে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় কুরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তকবীরে তাহরীমা ছাড়া রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবে না। এই ইবনে আব্বাস সেই সাহাবী যাঁকে নবী করীম (সাঃ) তফসীরের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলেন। আর সেই দুয়ার বরকতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআনের তফসীর 'তফসীরে ইবনে আব্বাস' রচনা করেন। সেখানেই তিনি বলেন, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবে না। তাই আমাদেরও নামাযে তকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন করা উচিৎ নয়।

স্কেন পেজঃ

قَدْ اَفْلَحَ {۱۸} — 322 — سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْن {۲۳}

تفسیر سورۃ المؤمنون آیات (۱) تا (۳۲)

یہ پوری سورت مکی ہے، اس سورت میں ایک سو اٹھارہ آیات اور ایک ہزار آٹھ سو چالیس کلمات اور چار ہزار آٹھ سو حروف ہیں۔

(۱۔۲) بے شک ان مومنوں نے کامیابی اور نجات پائی اور ان موحدین نے توحید خداوندی کی وجہ سے مقام سعادت کو حاصل کرلیا اور یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے کافر جنت کے وارث نہیں ہوں گے یا یہ کہ ان مومنوں نے جو اپنے ایمان کے ذریعے تصدیق خداوندی کرنے والے ہیں، فلاح اور کامیابی پائی اور فلاح کی دو قسمیں ہیں ایک کامیابی اور دوسرے اس کامیابی کی بقاء اور دوام (اور یہ دونوں اہل ایمان کو حاصل ہوں گی) اب اللہ تعالیٰ ان مومنین کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع وخضوع کرنے والے ہیں، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے اور تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔

شان نزول: اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ (الخ)

امام حاکم ؒ نے حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ جس وقت نماز پڑھتے تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یعنی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اس کے نزول کے بعد سے آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اسی روایت کو ابن مردویہ نے انھیں الفاظ میں روایت کیا ہے کہ آپ اپنی نماز میں التفات فرماتے تھے اور سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین سے اسی کو بایں طور روایت کیا ہے کہ آپ اپنی نظر گھمایا کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین سے مرسلا روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

(۳۔۷) اور جو بیہودہ باتوں اور جھوٹی قسموں سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں اور جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کو حرام شہوت رانی سے پاک رکھنے والے ہیں لیکن اپنی چاروں بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے کیوں کہ ان پر اس حلال طریقہ میں کوئی الزام نہیں، البتہ جو حلال راستہ کے علاوہ اور مقام پر شہوت رانی کا طلب گار ہو تو ایسے حلال اور پاکیزہ طریقہ سے حرام اور گندے راستہ کی طرف بڑھنے والے ہیں۔

(۸۔۱۱) اور جو لوگ اپنی امانتوں کو جو شرعاً ان کے سپرد کی گئی ہیں جیسا کہ روزہ، وضو، غسل جنابت اور امانت کا مال اور اپنے عہد کا خواہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان ہو یا حقوق العباد میں سے ہو پورا کرنے کا پورا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں اور یہی جنت کے وارث

১ নং অভিযোগঃ

পাকিস্তানের জুবাইর আলী যাই এর উপর অভিযোগ করে লিখেছেন, "সুরা মু'মিনুন এর দুটি আয়াত লেখা হয়েছে। এর মধ্যে (রুকুর আগে এবং রুকুর পরে) রফয়ে ইয়াদাইন না করার কোন বর্ণনায় নেই।" (মসরুবে হক, পৃষ্ঠা-২১-৩১)

আমাদের জবাবঃ

প্রথমতঃ এই দুই আয়াতের নিচে দেখুন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই আয়াতের তফসীরে স্পষ্ট মওজুদ আছে যে, "لَايَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلٰوةِ" (লা ইয়ারফাউন আইদিহীম ফিস স্বালাত) অর্থাৎ "নামাযে রফয়ে ইয়াদাইনও করে না" কথাটি স্পষ্ট লেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ "لَايَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ" (লা ইয়ারফাউন আইদিহীম ফিস স্বালাত) শব্দ দ্বারা নামাযের ভিতরে পাওয়া প্রত্যেক রফয়ে ইয়াদাইনকে নিশিদ্ধ করা হয়েছে। আর সেটা রুকুর আগে হোক বা রুকুর পরে হোক, সিজদার সময় হোক বা তৃতীয় রাকআতের শুরুতে হোক। আলাদাভাবে প্রত্যেকের উল্লখ করা জরুরী নয়। যেমন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"তে "লা" দ্বারা প্রত্যেক বাতিল মাবুদের (উপাস্যের) অস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই বাতিল মাবুদ (উপাস্য) লাত হোক অথবা উজ্জা হোক, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বর্ণনা করা জরুরী নয়। সুতরাং এখানেও প্রত্যেক রফয়ে ইয়াদাইনের আলাদা আলাদা বর্ণনা করাও জরুরী নয়। তাই জুবাইর আলী যাই এর উচিৎ উসুলের কিছু কিতাব পড়া তারপর জবাব দেওয়া।

২ নং অভিযোগঃ

জুবাইর আলী যাই আরও একটি অভিযোগ করে লিখেছেন, "এর (তফসীরে ইবনে আব্বাস) মারকাজী রাবী মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস সাদী বড়ই মিথ্যাবাদী এবং এর অন্য সনদের সিলসিলাও মিথ্যা।"

এরপর তিনি শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী (মুদ্দাযিল্লুহু) এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন, "এর সনদের সিলসিলাকে মুহাদ্দিসরা মিথ্যা বলেছেন।" (মসরুবে হক, পৃষ্ঠা-২১-৩১-৩২)

আমাদের জবাবঃ

এর জবাব দেওয়ার আগে মূলনীতি জেনে নেওয়া উচিৎ। যেমন,

১) এটা সম্ভব যে একজন ব্যাক্তি বা রাবী একটি শাস্ত্রে পণ্ডিত, সিক্বাহ এবং গ্রহণযোগ্য কিন্তু সেই রাবীই অন্য শাস্ত্রে যয়ীফ, মতরুক, বরং মিথ্যাবাদীও হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটা শাস্ত্রে পণ্ডিত

হলে এটা জরুরী নয় যে সে অন্য শাস্ত্রেও পণ্ডিত হবে। আসমাউর রিজালের কিতাব উঠালে আমরা এটাই দেখতে পাই। যেমন,

(ক) ইমাম বুখারী (রহঃ) - হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) লেখা 'তারিখে কাবীর' ইতিহাসের উপর লেখা কিতাব। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের উপর লেখা কিতাব বুখারী শরীফের যে মর্তবা রয়েছে কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে 'তারিখে কাবীর' সেই মর্তবা হাসিল হয় নি। বোঝা গেল ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস শাস্ত্রে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সেই কৃতিত্ব ইতিহাসের উপর দেখাতে পারেন নি। অতএব ইমাম বুখারী (রহঃ) ভাল মুহাদ্দিস ছিলেন কিন্তু এত ভাল ঐতিহাসিক ছিলেন না।

(খ) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইয়াসিরঃ- হাদীস শাস্ত্রে আয়েম্মায়ে কিরামগণ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইয়াসিরকে 'কাজ্জাব' 'শক্তিশালী নয়' 'অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। (আয যুআফা ওয়াল মতরুকিন লি ইবনুল জাওযী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১)

এই মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে মাগাযীর অধ্যায়ের 'ইমাম' এবং গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। (তাযকিরা লিয যাহাবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩০)

এই মুহাম্মাদ বিন ইসহাককে ইমাম মালিক (রহঃ) দাজ্জাল বলেছেন এবং বিভিন্ন মুহাদ্দিসরা তাঁকে শিয়া বলেছেন। তবুও মাগাযীর অধ্যায়ের ইমাম হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) এর হাদীসকে বুখারী শরীফের মাগাযীর অধ্যায়ে এনেছেন।

(গ) আসিম বিন আবী আল খজুদ আল কুফীঃ- এর ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন যে, "له اوهام" (সন্দেহযুক্ত) কিন্তু কিরাত শাস্ত্রে তাঁকে হুজ্জত বলা হয়েছে। (তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা-৪৭১)

অর্থাৎ হাদীসের ব্যাপারে আসিম বিন আবী আল খজুদ আল কুফী যয়ীফ হলেও কিরাতের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য।

(ঘ) আফস বিন সুলাইমান আল সাদীঃ- ইমাম যাহাবী (রহঃ) এর ব্যাপারে আয়েম্মায়ে কেরামদের জেরা উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, কিরাতের ব্যাপারে সিক্কাহ, এবং সংরক্ষণকারী কিন্তু অন্যদিকে হাদীসের ব্যাপারে সে এমন নয়। (মাআরেফাতুল কিরাআল কুব্বার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪০)

এর ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন, "মতরুকুল হাদীস, কিন্তু কিরাতের ইমাম।" (তাকরীব লি ইবনে হাজার, পৃষ্ঠা-২৫৭)

(ঙ) ইসা বিন মিনা আল মাহদীঃ- ইমাম যাহাবী (রহঃ) এর ব্যাপারে বলেছেন যে, কিরাত শাস্ত্রে সে গ্রহণযোগ্য ছিল হাদীসের ব্যাপারে সে গ্রহণযোগ্য ছিল না। (মিযানুল এ'তেদাল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৭)

(চ) মুকাতিল বিন সুলাইমানঃ- হাফিয খলীলী বলেছেন যে, তিনি তফসীরের আলেমদের মধ্যে আজিমুস শান মাকাম ও মর্তাবার মালিক ছিলেন। কিন্তু হাদীসের হুফফাযগণ তাঁকে রেওয়াতের ব্যাপারে যয়ীফ বলেছেন। (আল ইরশাদ লিল খালীলী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯২৮)

২) জাদীদ মুহাদ্দিসদের মধ্যে ইমাম বাইহাকী (রহঃ), ইমাম যাহাবী (রহঃ), হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমামুল জারাহ ওয়া তাদিলের ইমাম ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুনিল কাত্বান (রহঃ) এর হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন,

تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليث بن ابي سليم و جُوَيْبِرِ بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب يعني الكلبي وقال هولاء لايحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم ۔ (دلائل النبوة للبيهقي ج1ص33، ميزان الاعتدال للذهبي ج1ص391 في ترجمة جويبر بن سعيد، تهذيب التهذيب لابن حجر ج1ص594رقم1164في ترجمة جويبر بن سعيد)

অর্থাৎ "আয়েম্মায়ে কেরামগণ তফসীর শাস্ত্রে এমন ব্যাক্তিদের (বর্ণনার ব্যাপারে) নরম পন্থা গ্রহণ করেছেন যাঁদেরকে হাদীসের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য বলা হয়নি। এরপর (ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুনিল কাত্ত্বান) লাইস বিন আবী সালীম, জাওইবর বিন সায়ীদ এবং মুহাম্মাদ বিন আস সাইব আল কাবীর নাম নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তাঁদের মত ব্যাক্তিদের উল্লেখ করা হাদীস তো প্রশংসার যোগ্য নয় তবে তাদের তফসীর লেখা যেতে পারে।" (দালায়েলুল নাবুয়াহ লিল বাইহাকী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩, মীযানুল এ'তেদাল লিয যাহাবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯১, তরজুমা জুবাইর বিন সায়ীদ, তাহযীবুত তাহযীত লিল ইবনে হাজার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯৪)

৩) সেইসব আয়েম্মা যাঁরা তফসীর শাস্ত্রে খ্যাতিসম্পন্ন, হয় তাঁরা (রেওয়াতের) বর্ণনার দিক থেকে খ্যাতিসম্পন্ন না হয় (দিরায়াত) বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে। মুহাদ্দিসরা যদি তাঁদের বর্ণনার দিক দিয়ে কালাম করেছেন তার মানে এটা জরুরী নয় যে তাঁদের দিরায়াতকেও অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। বরং তাঁর দিরায়াতের উপর দৃষ্টিপাত করা হবে। মুহাদ্দিসদের কালাম করাতে তাঁর দিরায়াতের কারণটা কার্যকারীতা হবে না। (আরশিফে মুলতাকা আহলিল তাফসীর, সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা-১৫৮৮ থেকে ১৫৯৫)

৪) রিওয়ায়েতকে মিথ্যা বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিন্তু দিরায়াতকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না। বরং সেটাকে ভূল অথবা সাওয়াব বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। (প্রাগুপ্ত)

এই মূলনীতির পর আমাদের জবাবঃ

১ নং জবাবঃ

তফসীরে ইবনে আব্বাস এর রাবী মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আস সাদী আস সাগীরের উপর হাদীস শাস্ত্রের দিকে জেরা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ব্যাপারে বলেছেন, لايكتب حديثه البتة (মীযানুল এ'তেদাল, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৩)

অর্থাৎ তাঁর হাদীস একেবারেই লেখা যাবে না তবে সে 'সাহেবে তফসীর' এবং 'মুফাসসির' বলা হয়েছে। (মাগানিউল আখইয়ার, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২৯, সুজারাতুয যাহাব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৮)

অন্য বর্ণনায় আল কাবী এবং আবু সালেহকে মুফাসসির বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল কামিল লি ইবনে আদী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১৩২, মীযানুল এ'তেদাল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৫৬, মাআরেফাতুস সিক্বাত লিল ইজলী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪২)

বরং আল কাবীর তফসীর নেওয়াকে ইমাম ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুনিল কাত্তান (রহঃ) জায়েয বলেছেন। (দালায়েলুন নাবুয়াহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩) এবং আবু সালেহকে 'সিক্বাহ' বলেছেন। (মাআরেফাতুস সিক্বাত লিল ইজলী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯২)

সুতরাং ১ নং এবং ২ নং মূলনীতি অনুযায়ী এদের তফসীর দলীলযোগ্য।

২ নং জবাবঃ

জুবাইর আলী যাই যে এর সনদের সিসিলার উপর জেরা করেছেন তা ৪ নং মূলনীতি অনুযায়ী তাফসীরী রাওয়ায়েতকে গ্রহণ করা যায় না।

৩ নং জবাবঃ

এই সনদের সিলসিলাকে বর্ণনার দিক দিয়ে কালাম করা হয়েছে কিন্তু ৩ নং মূলনীতি অনুযায়ী দিরায়াতের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। দিরায়াতের দিক দিয়ে এই আয়াতে রফয়ে ইয়াদাইন না করার প্রমাণ রয়েছে। তার কারণ যে, এই আয়াতে কামিয়াব (সফল) মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এই গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ হল, "هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" (নামাযে ধ্যানমগ্ন থাকে এবং একাগ্রতা বজায় রাখে।) "ধ্যানমগ্ন থাকে এবং একাগ্রতা" এর ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন যে,

" تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها ساكنة مستشعرة أنها واقفة بين يدى الله "[التفسير الوسيط:ج10، ص12]

অর্থাৎ "ধ্যানমগ্ন থাকে এবং একাগ্রতার প্রভাব যেন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও প্রকাশ পায় এবং নামায যাতে শান্তিময় হয়। তারা এটা জানে যে, তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।" (তফসীরে আল ওয়াসীত, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রাঃ) এর মত ব্যাক্তি নামাযে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন মাটিতে খুঁটি পোঁতা আছে। (সুনানে কুবরা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

এইসব বর্ণনার অবস্থা হল যথার্থভাবে নড়ানড়ি থেকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং শান্তিভাবে নামায পড়তে হবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي[طٰهٰ:14] অর্থাৎ আমার জিকিরের জন্য নামায কায়েম কর।

রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাকআতের শুরুতে যে রফয়ে ইয়াদাইন করা হয় সেই রফয়ে ইয়াদাইন যেহেতু জিকির থেকে খালি তাই সেই সময়ের নড়ানড়ি ধ্যানমগ্নতা এবং একাগ্রতার বিপরীত তাই "خَاشِعُوْنَ"(খাসিউন) রফয়ে ইয়াদাইন না করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। সুতরাং দিরায়াতের দিক দিয়ে রফয়ে ইয়াদাইন না করার প্রমাণিত হল। ওয়াল্লাহু আলামু বিস সাওয়াব।

১ নং পর্যালোচনাঃ

এই তফসীরের সমর্থনে আরো তফসীর রয়েছে। যেমন বিখ্যাত 'সিক্বাহ' তাবেয়ীন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) [মৃত্যু ১১০ হিজরী সন] এই তফসীর করেছেন। তিনি কুরআন মজীদের উক্ত আয়াত "الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ"(আল্লাযীনাহুম ফি স্বালাতিহিম খাসিউন) এর তফসীরে বলেছেন,

" خاشعون الذين لا يرفعون ايديهم فى الصلوة الا فى التكبيرة الاولىٰ " (تفسیر السمرقندی ج2 ص408 طبع بیروت)

অর্থাৎ "এখানে "خَاشِعُوْنَ"(খাসিউন) বলতে সেইসব লোকদেরকে বলা হয়েছে যারা প্রথম তকবীরে রফয়ে ইয়াদাইন করেন।" (তফসীরে সমরকন্দী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০৮)

এখানে প্রথম তকবীরে রফয়ে ইয়াদাইন করতে বলা হয়েছে। বাকি নামাযের রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাকআতের শুরুতে যে রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা বলা হয়নি। সুতরাং একমাত্র তকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন নেই।

২ নং পর্যালোচনাঃ

হযরত জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) এর হাদীসেও নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং শান্তিতে নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে । এটা সমর্থন করে যে, এই রফয়ে ইয়াদাইন মু'মিনদের গুণাবলী "خَاشِعُوْنَ" (খাসিউন) এর বিপরীত।

হাদীসঃ হযরত জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন লোকেদেরকে রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখে বললেনঃ "তারা নিদেদের হাতকে উদ্ধত্ত্ব ঘোড়া লেজের মত উঠাচ্ছে। তোমরা নামাযে একাগ্রতা বজায় রাখ। (অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইন করবে না।)" [মুসলিম শরীফ]

৩ নং পর্যালোচনাঃ

জুবাইর আলী যাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর থেকে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যার বিপরীতে জুজ রফয়ে ইয়াদাইনের হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন, "এটা প্রমাণিত যে সাইয়েদেনা ইবনে আব্বাস (রাঃ) রুকুর আগে এবং রুকুর পরে রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।" (মসরুবে হক, পৃষ্ঠা-২১-৩১)

১ নং জবাবঃ

জুজ রফয়ে ইয়াদানের মধ্যে এই বর্ণনাটি এইভাবে বর্ণিত আছে যে,

عن ابی جمرة قال رایت ابن عباس رضی الله عنهما یرفع یدیه حیث کبر و اذا رفع راسه من الرکوع۔

(جزء رفع یدین للبخاری: رقم:21)

অর্থাৎ "আবু হামরাহ থেকে বর্ণিত যে, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে দেখেছি যে তিনি যখন তকবীর বলতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।" (জুজ রফয়ে ইয়াদাইন লিল বুখারী, হাদীস নং ২১)

এই হাদীস দ্বারা গায়ের মুকাল্লিদদের মাযহাব কিভাবে প্রমাণিত হয়? তার কারণ, এই হাদীসের সনদে আবু হামরাহ 'মজহুল' (অজ্ঞাত) রাবী। তাই এই সনদটা সহীহ নয়। (দিল্লীর নুসখা, পৃষ্ঠা-২৭)

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে গায়ের মুকাল্লিদরা বিকৃত করে (আবু হামরাহকে) আবু হামযাহ বানিয়ে দিয়েছে। (জুজ রফয়ে ইয়াদাইন লিল বুখারী, তরজমা হযরত আমীন সফদর ওকাড়বী, পৃষ্ঠা-২৭৯)

২ নং জবাবঃ

গায়ের মুকাল্লিদদের মতবাদ হল, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাকআতের শুরুতে যে রফয়ে ইয়াদাইন করা প্রয়োজন। এতে ১০ বার রফয়ে ইয়াদাইন হয়।

- ১) তারা চার রাকআত নামাযে ১০ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করে। প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের শুরুতে। চার রুকুর পুর্বে ও পরে।

- ২) তারা ১৮ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করেনা। দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতের শুরুতে। ৮ সেজদাহর পূর্বে ও পরে।

- ৪) তাদের দাবী হলো, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের শেষ পর্যন্ত এ আমল করেছেন। অর্থাৎ ১০ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করেছেন আর বাকি ১৮ জায়গায় রফয়ে ইয়াদাইন করেন নি।

- ৫) যারা রফয়ে ইয়াদাইন করে না তাদের নামায বাতিল। তারা বেনামাযী।

কিন্তু যদি এই আবু হামরাহ থেকে বর্ণিত আসারকে সহীহ ধরেও নেওয়া হয় তাহলে বোঝা যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৪ রাকআত নামাযে ৫ বার রফয়ে ইয়াদাইন করতেন এবং ৫ বার করতেন

না। সুতরাং ৪ রাকআত নামাযে ৫টি সুন্নাত ছেড়ে দিতেন। তাহলে এই আসার গায়ের মুকাল্লিদদের সমর্থনে দাঁড়াচ্ছে। জুবাইর আলী যাইকে দেখে নেওয়া উচিৎ যে তিনি কি দাবী করছেন আর কি দলীল পেশ করছেন। আর সেই দলীল তাঁর দাবীর পক্ষে রয়েছে কিনা? জানি না এই তথাকথিত 'মুহাক্কিক' সাহেবের এমন বর্ণনা সংগ্রহ করার এবং সেখান থেকে এস্তেদলাল করার প্রবঞ্চনাময় জুনুন (পাগলাগিরী) কোথা থেকে আসে?

৩ নং জবাবঃ

এই যয়ীফ হাদীসের বিপরীতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে,

لاَتُرْفَعُ الأَيْدِى إلاَّفِى سَبْعِ مَوَاطِنَ؛حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ.....الحديث (المعجم الكبير: رقم الحديث11904)

অর্থাৎ "সাত জায়গায় হাত উঠানো হয়। প্রথম যখন নামায শুরু করা হয়।" (মাজমুউল কাবীর, হাদীস নং ১১৯০৪)

অথচ এইসব জায়গায় হাত উঠানোতে যেসব জায়গার উল্লেখ রয়েছে সেইসব জায়গায় গায়ের মুকাল্লিদরা হাত উঠায় না।

সুতরাং এই তিনটি জাবাব দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে জুবাইর আলী যাই এর উক্ত আসার থেকে এস্তেদলাল করা বাতিল।

পরিশিষ্ট

সুতরাং এতক্ষণ দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেল যে কুরআন শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী নামাযে বার বার রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবে না। কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদরা কুরআন মানে কোথায়? ছলে বলে কৌশলে তাঁরা তাদের মতের বিপক্ষের হাদীস ও কুরআনকে অস্বীকার করে থাকেন। আর তাদের মতের পক্ষের জাল, যয়ীফ হাদীসকেও গ্রহণ করে থাকেন।

এই পুস্তিকায় প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে নামাযে বার বার রফয়ে ইয়াদাইন না করার কথা কুরআন শরীফে রয়েছে। দেখি আনওয়ারুল হক ফাইযীরা এর কি জবাব দেন।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-

২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-

৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-

৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) অফলাইন) ৬০/-

৫) আল কালামুস সরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন) ৭০/-

৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-

৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-

৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-

৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) ----

১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ----

১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ----

১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-

১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ----

১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ----

১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-

১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-

১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ----

১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-

১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ----

২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ----

২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-

২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-

২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-

২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ----
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ----
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ----
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-
৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-
৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-
৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-
৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ২০-
৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-
৪২) ‘আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব’ এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-
৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-
৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-
৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-
৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব (প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-
৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-
৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধ আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০

৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-
৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরুপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-
৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-
৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-
৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-
৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ----
২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ----
৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন) ৩০/-
৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] ৩০/-